ঢাকুরিয়া স্টেশনের অসংগঠিতশ্র মিকদের হাসি কান্নার রোজনামচা

পাললিক

গোবিন্দ মন্ডল, নিবাস বাসুলি ডাঙ্গা, কর্ম মিস্ত্রির যোগাড়ে, মাসিক আয় ১০০০ টাকা, পরিবারের লোকসংখ্যা চার।
জগাই দাস, নিবাস দাড়ার স্টেশনের নিকট, কর্ম রাজমিস্ত্রী, মাসিক আয় ১৮০০ টাকা, পরিবারের লোক সংখ্যা পাঁচ।
বাসুদেব প্রামাণিক, নিবাস জয়নগর, কর্ম রং মিস্ত্রীর যোগাড়ে, মাসিক আয় ৩৫০ টাকা, পরিবারের লোক সংখ্যা চার।
যে কোন একদিন সকাল আটটার মধ্যে ঢাকুরিয়া স্টেশনের দু নম্বর প্ল্যাটফর্মে এলে দেখা মিলবে এমনই বহু পুষ মহিলার, যাঁরা রাত ভোরে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন জি রোজগারের আশায়, গন্তব্য ঢাকুরিয়া দু নম্বর প্ল্যাটফর্ম। দল বেঁধে এঁরা অপেক্ষা করেন কাজের। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হয়তো জুটে যায় সারাদিনের কাজ। দিনান্তে হাতে মেলে ৭০ টাকা থেকে ১২০ টাকা, যার যেমন কাজের যোগ্যতা, সেই অনুযায়ী। যোগাড়েরা ৭০ থেকে ৮০ টাকা। রাজমিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, পালিশ মিস্ত্রি, মোজাইক মিস্ত্রি, এদের দৈনিক আয় ১০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত। তবে মাসের মধ্যে প্রত্যেকদিন কাজ পাওয়া এদের কাছে লটারী পাওয়ার সামিল। অধিকাংশই কাজ পান মাসে ১২ থেকে ১৫ দিন। বাকি দিনগুলি ফিরে যেতে হয় নিজের আস্তানায়, খালি হাতে।

প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫ থেকে ৮ হাজার এই ধরনের অসংগঠিত শ্রমিকের জমায়েত হয় এখানে। এরা প্রত্যেকেই সংসার পালনে এই পেশা বেছে নিয়েছেন। অধিকাংশই একমাত্র উপার্জনকারী। কারও কারও বউ 'বাবু'দের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করে কিছু উপার্জন করেন। পাড়াশুনা বিশেষ কেউ করেন নি, তবে প্রায় সবারই ছেলে মেয়েরা স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করতে যায়। বেশীর ভাগ শ্রমিকরা আসেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দূর দূরান্ত গ্রাম থেকে । এঁরা ছাড়াও আছেন ভিনদেশী মানুষেরাও। বিনয় প্রসাদ সাউ এমনই একজন অন্যপ্রদেশের শ্রমিক যিনি পার্ক সার্কাসস্টেশনের কাছে ঘর ভাড়া নিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে বসবাস করেন। কমল্কের পাশোয়ান, যার আদি বাড়ি বিহারেরবৈশালীতে, বহুদিন ধরে এখানে কাজ করছেন বাড়ির ছাদ ও কলম তৈরীর। দিন শেষে মজুরী পান ১৩০ টাকা। মাসে গড়ে ১৫ দিন কাজ পান। সেই অর্থে গড়িয়ার ভাড়া বাড়িতে দুই সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সংসার।

বাঙ্গালী কিংবা অবাঙ্গালী, এই সব শ্রমিকদের দৈনন্দিন যন্ত্রণা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা, এঁদের একত্রিত রেখেছে। এঁরা আমাদেরই মতো সমাজবদ্ধ মানুষ। সুখ-দুঃখে ভরা এঁদের জীবনে অনিশ্চয়তা এক অভিশাপের মতো ঘিরে রেখেছে। যে দিন এঁরা কাজ পান না, সে দিন হয়তো বাড়ির ছোট্ট শিশুটির পেট ভরে খাবারও জোটে না। এঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন না কেউই। কোন রাজনৈতিক দল বা কোন সমাজসেবী সংগঠন কেউই এগিয়ে আসেন নি এঁদের সহায়তায়। এঁরা কাজ করে রোজগার করতে চান। অধিকাংশের ভাগ্যেই কাজ জোটে না।

সোনারপুরের সাগর বৈদ্য যোগাড়ের কাজের আশায় রোজ আসেন এখানে। অবসর সময়ে কবিতা লেখেন। জয়নগর থানার গোয়েল বেড়িয়া অঞ্চলের বাসিন্দা শৈলেন কর্মকার বিল্ডিং ভাঙার কাজ করে দিনে ১২০ টাকা মজুরী পান। এক

সময় ঢালাই এর কাজ করতেন। একদিন কাজ করতে করতে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে যায়। ভাঙা পানিয়ে কাজে আসনে রে াজ। কিন্তু রোজই কাজ মেলে কই ? মাসের অর্ধেক দিন ফিরে যেতে হয় খালি হাতে।

কোন কোন কাজের মিস্ত্রি পাওয়া যায় এখানে? রাজ মিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, প্যান্ডেল এর মিস্ত্রি, মোজাইক মিস্ত্রি, পাইপ লাইনের মিস্ত্রি, পালিশ মিস্ত্রি, মাটি কাটার মিস্ত্রি ইত্যাদি। এ ছাড়াও এসব কাজের যোগাড়ে তো আছেই। স্থানীয় বাসিন্দার া বাড়ির নানা কাজের জন্য এদের নিয়ে যান। দিনান্তে পুরো পয়সা মেলে। তবে ঠিকাদারেরা যদি কাজে নিয়ে যান সে ক্ষেত্রে মজুরীর পুরো টাকা মেলে না। কিছু টাকা যায় ঠিকাদারের পকেটে।

পুষের পায়ে তাল মিলিয়ে মহিলারাও আজ পথে নেবেছেন রোজগার করতে। চম্পাহাটির শঙ্করী অধিকারী, সোন ারপুরের রেখা চৌধুরীরা রোজ সকালে এসে উপস্থিত হন ঢাকুরিয়া প্ল্যাটফর্মে। মহিলারা প্রায় সবাই যোগাড়ের কাজ করেন। বয়সে যে সব মহিলা নবীন, সঙ্গত কারণেই তাঁরা মাসের অধিকাংশ দিনই কাজ পেয়ে যান। লিলপিকা, রেখা, শঙ্করীরা সেই অনুপাতে মাসে কেবল ৫/৬ দিন কাজ পান। এঁরা কেউ কেউ স্বামী পরিত্যক্তা, সংসারচলে এই রোজগারে। আবার কারও স্বামী তেমন কিছু রোজগার করেন না, তাই স্ত্রীকেও রোজগার করতে বেরোতে হচ্ছে।

এই ভাবে রোজ সকালে আশায় বুক বেঁধে গুপদ বাউলি, কৃষ্ণপদ মণ্ডল, পঞ্চম নস্কর, বাসুদেব প্রামাণিক, রবিন সিংহ, স্ বপন সরদারদের ঢ াকুরিয়ায় আগমন। এঁরা জীবন যুদ্ধে হেরে গেলেও প্রত্যেকেই তাদের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে 'ম ানুষ' করার চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। আগামীদিনে তাঁদের সন্তান পড়াশুনা করে বড় হবে, চাকরী করবে, এই স্বপ্ন নিয়েই এঁরা সব রকম প্রতিকূলতাকে জয় করছেন প্রতিনিয়ত। পাঠক, কোন এক ফুটফুটে সকালে যদি ঢাকুরিয়া স্টেশনের দু নম্বর প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে হেঁটে যান, তবে নিশ্চয় আপনার নজর এড়াবে না এই সব সারি সারি মুখগুলো। শুভ্র কেশ কাশেম ভাই অথবা জন্ম থেকে এক পা খোয়ানো প্রবীর হালদারদের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ওদের চোখগুলি জ্বলজ্বল করে উঠবে আশায়। উবু হয়ে বসে ক্ষয়া চোখে সামনে তাকিয়ে থাকেন কাশেম ভাই। ছোট মেয়েটার জ্বর হয়েছে। একটু দুধ নিয়ে যেতে পারলে ভালোই হয়। যন্ত্রপাতি ভর্তি ব্যাগ সজোরেচেপে ধরে তাকিয়ে থাকেন সামনের দিকে---এই বুঝি কেউ এসে সামনে দাঁড়াবেন, নিয়ে যাবেন কাজ করাতে। সূর্য যত মাথার উপরে ওঠে দু দু বুকে কাশেম ভাই পিট পিট করে চাইতে থ াকেন চতুর্দিকে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করে ---'বাবু গো, আমারে কাজ দেও, আমি প্রাণ দিয়ে তোম ার কাজ করে দেবো।' কেউ শোনে না বৃদ্ধের আর্তি। সূর্য এখন মধ্য গগনে, এবার ঘরে ফেরার পালা। আরও একটা নিষ্ ফল দিনে কাশেম ভাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে করতে ট্রেন ধরতে পা চালান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com